শিল্পবার্তা

বর্ষ: ১০ | সংখ্যা: ১৮ | চৈত্র ১৪২৭ | এপ্রিল ২০২১

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎকারে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গুণগত মানোন্নয়নে নরওয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে

বাংলাদেশের শিপবিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের গুণগত মানোন্নয়নে নরওয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্লেকেন। গত ০৮ জুলাই শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎকালে তিনি একথা বলেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপ, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পখাতে দক্ষ জনবল তৈরি, পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নে সহায়তা জোরদার এবং দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্য প্রসারে পারস্পরিক সহযোগিতাসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনা হয়। বিদায়ী রাষ্ট্রদূত করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, করোনাকালীন এবং করোনাপরবর্তী সময়ের জন্য সরকার গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত করোনার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। করোনা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় নরওয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। নরওয়েকে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই নরওয়ে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের শিপবিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং, তৈরি পোশাক, মেরিন রিসোর্সসহ উদীয়মান শিল্পখাতে নরওয়ের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নরওয়ের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কাজে লাগবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক উত্তরণে নরওয়ের সাথে বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী একজন পেশাদার রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিদায়ী রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। নরওয়ের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিএসটিআই'র মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পেশাগত সততা বজায় রাখার নির্দেশ শিল্প সচিবের

ভোক্তা পর্যায়ে মানসম্মত খাদ্যপণ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে বিএসটিআই'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প সচিবকে এম আলী আজম। বিএসটিআই জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ওপর শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং মানসম্মত শিল্পায়ন নির্ভর করে। শিল্পসচিব গত ১১ জুলাই বরিশাল সার্কিট হাউজে বরিশাল বিভাগে কর্মরত বিএসটিআইয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে এ নির্দেশনা দেন। শিল্প সচিব বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নিতে শিল্পোৎপাদন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও সাপাই চেইনে নতুন প্রযুক্তি ও ধারণা যুক্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বাংলাদেশের শিল্পখাতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর মোকাবেলায় দেশে গুণগতমানসম্পন্ন শিল্পপণ্য উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও চাহিদা মাফিক পণ্য বৈচিত্রকরণের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। একই সাথে তিনি শিল্পোৎপাদনের চাকা সচল রাখতে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের ক্রেতা সৃষ্টি ও বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিল্পসচিব আরও বলেন, দেশীয় পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ভোক্তা সাধারণের মাঝে আস্থা বৃদ্ধি করা জরুরি। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য ও সেবার নিরবিচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখতে পণ্য ও সেবার গুণগত মান নির্ধারণে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের ব্যত্যয়কে প্রশ্রয় দিবেনা বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন।

ই-নথিতে শীর্ষস্থানে শিল্প মন্ত্রণালয়

মধ্যম ক্যাটাগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় জুন, ২০২০ মাসেও শিল্প মন্ত্রণালয় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। এ নিয়ে পরপর চারবার এবং জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জুন, ২০২০ মাস পর্যন্ত পাঁচ বার ই-নথিতে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম গত জুন পর্যন্ত সময়ে তথ্য পর্যালোচনা করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে শীর্ষস্থান দখল করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি ই-নথি ব্যবস্থাপনায় ছোট ক্যাটাগরির ১৮৫টি সরকারি দপ্তর বা সংস্থার মধ্যে জুন ২০২০ মাসে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। উল্লেখ্য, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাদান প্রক্রিয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় শুরু থেকে এগিয়ে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোতে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের মতো সকল কাজ চলেছে। রুটিন মাফিক সব ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সভা, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (আইএপি) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর (এডিপি) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ই- ফাইলিং এর মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণ দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ধারাবাহিক মনিটরিংয়ের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ই-নথি কার্যক্রম এবং ডিজিটাল সেবাদানে এ সাফল্য এসেছে।

উদ্যোক্তাদের দ্রুত সেবা প্রদানের উদ্যোগ
ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইনে অন্তর্ভুক্ত হলো বিসিক

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আইনটির 'ক' তফসিলে বিসিককে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯ জুলাই (রোববার) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পর পঞ্চম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)- কে এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ তে অন্তর্ভুক্তির ফলে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা বিসিকের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স, জমি নিবন্ধন, নামজারি, পরিবেশ ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ, টেলিফোন সংযোগ, বিস্ফোরক লাইসেন্স, বয়লার সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন এবং এক জায়গা থেকেই এসব সেবা পাবেন। ফলে কোনো বিনিয়োগকারীকে প্রাথমিক অনুমোদন ও অন্যান্য সেবার জন্য আর সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোতে যেতে হবে না। বিনিয়োগকারীদের কোন সেবা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে, সেটিও বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক সূচনালগ্ন থেকেই তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন প্রদান, লবণ শিল্পের উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান ও উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য দেশে-বিদেশে মেলার আয়োজন, নতুন নকশা ও নমুনা উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নকশা ও নমুনা বিতরণ, মধু শিল্পের উন্নয়নসহ সম্প্রসারণমূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে বিসিক।

সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নের ইকোনোমি সিনেপ্লেক্স নির্মাণের তাগিদ দিলেন শিল্পমন্ত্রী

সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনায় এনে জেলা শহর ও মফস্বলের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নের ইকোনোমি সিনেপ্লেক্স নির্মাণের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী গত ২১ জুলাই এ তাগিদ দেন। রাজধানীর মিন্টুরোডে অবস্থিত শিল্পমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও গ্রাম পর্যায়ে নির্মল বিনোদনের ধারা অব্যাহত রাখতে সিনেমা হল প্রয়োজন। সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদক, জুয়া, সন্ত্রাস, অনৈতিক কর্মকান্ড ও জঙ্গিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। তিনি শহরের জন্য একই প্যাটার্নের এবং মফস্বলের জন্য একই মডেলের লো কস্ট স্টিল স্ট্রাকচার সিনেপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করতে সমিতির নেতাদের পরামর্শ দেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, চলচিত্র হচ্ছে নির্মল আনন্দ ও সুস্থ বিনোদনের কার্যকর গণমাধ্যম। এক সময় গ্রাম বাংলার জনগণের সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করলেও কালের আবর্তে এটি এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। তিনি সুস্থ ও পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণে এই শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের এসএমইখাতের উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী তুরস্ক

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উন্নয়নে তুরস্ক কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান। তিনি বলেন, এসএমই শিল্পখাতে তুরস্কের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দু'দেশের শিল্পোদ্যোক্তারাই লাভবান হতে পারে। গত ২৩ জুলাই শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এর সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে তুরস্কের বিনিয়োগ, মান অবকাঠামোর উন্নয়ন, দু'দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়, ডিজিটাল প্লাটফর্মে এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে এ সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব। টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর এসএমইখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে জাতীয় এসএমই নীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতির আওতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ, বিপণন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, বাজার লিংকেজ স্থাপনসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে তুরস্কের সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ বলেন, মুসলিম ভাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে তুরস্ক বাংলাদেশের সাথে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক জোরদারে বিশেষভাবে আগ্রহী। দুই দেশেরই দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিল্পখাতে বিদ্যমান সম্ভাবনার উপযুক্ত ব্যবহার পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারে। তিনি দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেন। করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তিনি ডিজিটাল প্লাটফর্মে ম্যাচ-মেকিং ইভেন্ট এবং অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে ফোকাসড মিটিং আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেন। শিল্পমন্ত্রী এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে বলে রাষ্ট্রদূতকে জানান। এসএমই খাতের উন্নয়নে তুরস্কের যে কোনো ইতিবাচক প্রস্তাব বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ থেকে শিল্পপণ্য আমদানি বাড়াতে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতি শিল্পমন্ত্রীর আহবান

বাংলাদেশ থেকে অধিক পরিমাণে ওষুধ, মেলামাইন, সিরামিক, প্লাস্টিক এবং চামড়া ও পাটজাত পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিশ্বমানের চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক, মেলামাইন ও প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন করছে। আলজেরিয়ার বাজারে এসব বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের এসব সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে আলজেরিয়ার উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত রাবাহ লারবি এর সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী গত ২৩ জুলাই এ আহ্বান জানান। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর, রাসায়নিক সারসহ উদীয়মান শিল্পখাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারসহ অন্যান্য ইস্যু আলোচনায় স্থান পায়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, মুসলিম ভাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে আলজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে আলজেরিয়ার মূখ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলজিয়ার্সে ঐতিহাসিক সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আগামী দিনে দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে এলএনজি, এলপিজি, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ও অলিভ অয়েলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আলজেরিয়া এসব পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারে। তিনি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কূটনৈতিক প্রস্তাবনা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দেন। এর ভিত্তিতে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর, শিল্পপণ্য আমদানি-রপ্তানিসহ সামগ্রিক বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশে প্রতিবছর আলজেরিয়া থেকে সার আমদানি করছে। বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আগামী দিনেও আলজেরিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে সার সরবরাহ করে যাবে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জনবল আলজেরিয়ার সার কারখানাগুলোতে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছে। তিনি বাংলাদেশে বিশ্বমানের সার কারখানা স্থাপনে আলজেরিয়ার প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে আলজেরিয়ার সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আগ্রহী বলে তিনি জানান।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জুন '২০ পর্যন্ত এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৯৯.১৭ শতাংশ

২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের হার (আর্থিক) ৯৯ দশমিক ১৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ২৬ জুলাই ২০২০ অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পসমূহের জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। সভায় জানানো হয়, সারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। সভায় প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং দেশীয় অভিজ্ঞ একাধিক স্টিল অবকাঠামো নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাফার গোডাউন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরও জানানো হয়, গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তি পর্যায়ে রয়েছে এবং সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি'র অটোমেশনের কাজ এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডবিউজি)-এর মানদন্ড অর্জনে উদ্যোগসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পসমূহের বিগত বছরের অব্যায়িত অর্থ ফেরত এবং প্রকল্পে নতুন পদ সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় করোনার ভয়কে জয় করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে সরকারি বন্ধের দিনেও কাজ করে প্রকল্পের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেবলস, সিমেন্ট, চিনিসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এসব কারখানায় যেসব পণ্য উৎপাদিত হয়, সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানির পরিবর্তে দেশেই উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের আস্থার প্রতীক। করোনাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। এর অনুকরণে আমাদের সবাইকে আরও কর্মতৎপর এবং উদ্যমী হতে হবে। যেসব খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণের তাগাদা দেন। তিনি বলেন, কর্ণফুলী পেপার মিলসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পুরানো শিল্প কারখানা-সমূহের আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ জানিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলে জনগণের অর্থের অপচয় হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর ফলে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষরিত

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৬ জুলাই ২০২০ অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এসকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিল্প সচিব এপিএ-তে স্বাক্ষর করেন। সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সরকারের উন্নয়ন নীতি এবং সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারকে সামনে রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনককরণ, লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসান পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনাসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে সরকার তৎপর রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বক্ষণিক তদারকি ও নির্দেশনায় জীবন ও জীবিকার মাঝে সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে করোনাকালে সরকার কাজ করছে। শিল্পমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহারে শিল্প খাতের উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কাজে গতানুগতিকতা পরিহার করে এপিএ'র অধীনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিল্প খাতের উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার মাধ্যমে মুজিববর্ষকে সার্থক করতে হবে। শিল্প সচিব বলেন, শিল্প খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আনা, বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তিনি বলেন, রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অর্জনে দেশীয় শিল্প খাতসমূহের বিকাশ ঘটাতে হবে। এজন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান শিল্প সচিব।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোটর সাইকেলের নিবন্ধন ফি যৌক্তিক পরিমাণে নির্ধারণ করা হবে হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী

মোটরসাইকেল শিল্পখাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোটর সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেবে শিল্প মন্ত্রণালয়। বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে খুব শিগগিরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে গত ২৮ জুলাই বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী এ কথা জানান। বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিমিহিকো কাতসুকি। বৈঠকে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড পক্ষ থেকে দেশে মোটরসাইকেল শিল্পের সম্ভাবনা এবং এই শিল্পের টেকসই বিকাশের পথে অন্তরায়গুলো তুলে ধরা হয়। বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটিয়ে উদীয়মান মোটরসাইকেল শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে মোটরসাইকেলের যৌক্তিক নিবন্ধন ফি নির্ধারণ, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে শুল্ক ও কর নির্ধারণে টেকসই নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসরণ, এই শিল্পের সুবিধার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জারিকৃত এসআরও ১৫৫ সংশোধন করে নতুন কিছু অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালে শুল্ক সুবিধা প্রদান, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি রোডম্যাপ তৈরি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় মোটরসাইকেল ক্রেতাদের জন্য রিটেইল ফাইন্যান্সিং চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতা দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সর্বত্র মোটর সাইকেলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বিশাল চাহিদার কথা বিবেচনা করে এ শিল্পখাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। এ শিল্প খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। মোটরসাইকেল নিবন্ধন ফি যৌক্তিক পরিমাণে নির্ধারণের বিষয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে মোটরসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিবন্ধন ফি নির্ধারণের কাজ চলছে। দ্রুত এর সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দেশে মোটরসাইকেল শিল্পের কার্যকর বিকাশে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি রোডম্যাপ তৈরির কাজও দ্রুত শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী মোটরসাইকেল ক্রেতাদের সুবিধার্থে রিটেল ফাইন্যান্সিং চালুর বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেন। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শহীদ শেখ কামালের গুণাবলী অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের সততা, সারল্য, বিনয়, মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং রাজনৈতিক গুণাবলীর অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে আসতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শহীদ শেখ কামালসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রত্যেক সদস্য লোভ-লালসার উর্ধ্বে ওঠে রাজনীতিতে ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিল্পমন্ত্রী গত ৫ আগস্ট ডিজিটাল প্লাটফর্মে বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নরসিংদী জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। নরসিংদীর জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নরসিংদী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মতিন ভূঁইয়া, সেক্টর কমান্ডার ফোরাম ৭১ এর সভাপতি আবদুল মোতালিব পাঠান, সিভিল সার্জন ডাঃ ইব্রাহিম টিটন আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার আগে ছাত্র-যুবসমাজকে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে শেখ কামাল নেপথ্যের নায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, খেলাধুলার আধুনিকায়ন এবং যুব সমাজের বহুমাত্রিক উন্নয়নে শহীদ শেখ কামাল অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠন ও আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন। শহীদ শেখ কামালকে তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে ঘাতক চক্র শেখ কামালকে হত্যা করলেও, তাঁর মতো একজন মেধাবী, নির্লোভ, নিরহংকারী, দেশপ্রেমিক ছাত্রনেতা ও ক্রীড়ানুরাগীকে বাঙালি জাতি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। এর আগে শিল্পমন্ত্রী রাজধানীর বনানী কবরস্থানে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট সহযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের সমাধিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব, শিল্পদর্শন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও সততার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান শিল্পমন্ত্রীর

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গুণগত মানসম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদনের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিল্পখাতের সক্ষমতা বাড়িয়ে কোয়ালিটি পণ্য উৎপাদনে নিজেদের এগিয়ে নিতে হবে। মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপস করলে এটি জাতির সাথে বেঈমানি ও দুর্নীতি বলে বিবেচিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। গত ২০ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু: শিল্পোন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন মাহমুদ। সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শনের আলোকে দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ বিনিয়োগের শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার খালি জমিতে এগ্রো- প্রসেসিং, চামড়া, চিনিসহ বিভিন্ন ধরনের আমদানিবিকল্প পণ্য উৎপাদন, মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ইতিমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন। আগামী প্রজন্মের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে তিনি প্রজাতন্ত্রের মেধাবী কর্মকর্তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব, শিল্পদর্শন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও সততার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তায় উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, যারা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, তারা নব্য রাজাকার হিসেবে বিবেচিত হবে। বঙ্গবন্ধু জাতিকে একটি বাস্তবসম্মত উন্নয়ন দর্শন দিয়ে গেছেন এবং সেই দর্শনের আলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বোধ থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা শিল্প উন্নয়নের চলমান ধারাকে আরও এগিয়ে নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, জনগণের স্বার্থেই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর লাভজনক শিল্পগুলোকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। কারখানার দক্ষ কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে শিল্প খাত, বিশেষ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-কে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ঋণ সুবিধাসহ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে। চলমান করোনা পরিস্থিতির মাঝেও দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত বিশাল প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রণোদনার অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে। এই ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান করা না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প-কারখানা সমূহের খালি জায়গায় নতুন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগসহ বিসিকের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পুরানো কারখানার আধুনিকায়ন ও নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউরোপের আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে সেগুলো তৈরি করতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী ২০২১ সালের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে দেশের শিল্পখাতের জন্য ভাল কিছু উপহার দেবার লক্ষ্য নিয়ে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির বক্তৃতায় শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, বঙ্গবন্ধু তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তরুণ বয়সেই দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে পরিণত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য বিচ্ছিন্নভাবে থাকা সঞ্চয়কে একত্রিত করে নতুন নতুন শিল্প কারখানা যেন তৈরি করা যায়, সেজন্য দেশের অর্থনীতিতে ক্লাস্টার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন নেতা নন, তিনি একজন দার্শনিকও। বঙ্গবন্ধু জাতিকে যে দর্শন ও উন্নয়নের লক্ষ্য দিয়ে গেছেন, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

হালকা প্রকৌশল খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

আমদানি ও উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রে একই রকম মুসক করা হবেঃ শিল্প প্রতিমন্ত্রী

হালকা প্রকৌশল শিল্প পণ্য আমদানি ও উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রে একই রকম মুসক ব্যবস্থা থাকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, গার্মেন্টস খাতের মত হালকা প্রকৌশল খাতকেও সবধরনের সহায়তা প্রদান করার বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী ২২ আগস্ট ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ও দৈনিক যুগান্তরের যৌথ উদ্যোগে জুম প্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। বিটাকের মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে হালকা প্রকৌশল খাত অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে শিল্পপ্রতিমন্ত্রী বলেন, এ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালকে 'হালকা প্রকৌশল পণ্যবর্ষ' ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশিয় এ শিল্পখাতের সকল সম্ভাবনাকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করার লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষি, মোটর পরিবহন, নৌযান চলাচল, মুদ্রণসহ অন্যান্য সকল শিল্প কারখানার জন্য যাবতীয় স্পেয়ার পার্টস বা খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করার ক্ষেত্রে দেশের হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। দেশে হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতে ৫০ হাজারের অধিক কারখানায় সরাসরি ৮ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আরো প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহ করছে। সারা পৃথিবীতে হালকা প্রকৌশল খাতের বাজারের পরিমাণ প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন ডলার উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী এ বিশাল বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প সচিব বলেন, স্থানীয় বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশে উৎপাদিত হালকা প্রকৌশল শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে এখাতের উদ্যোক্তাদের পলিসি সাপোর্ট প্রদান করা হবে। এখাতের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প সচিব এ খাতের জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তির দেশে অবস্থান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৮শ' ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে জাইকা শিল্পমন্ত্রীর সাথে বৈঠককালে এ তথ্য জানায় জাইকা

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে প্রায় ৮শ' ৮২ কোটি টাকা (১১.২১৮ বিলিয়ন জাপানি ইয়েন) ব্যয়ে ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষিভিত্তিক ব্যবসার উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তাখাতে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে স্বল্প সুদে অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তা দেয়া হবে। এর ফলে নিরাপদ ও গুণগতমানের খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ জোরদারের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের ১, ২ ও ৮ নং লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। জাইকা বাংলাদেশ অফিসের প্রধান প্রতিনিধি মি. ইউহো হায়াকাওয়া গত ২৩ আগস্ট শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপির সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত বৈঠককালে এ তথ্য জানান। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, জাইকা বাংলাদেশ অফিসের উর্ধ্বতন প্রতিনিধি মি. কজি মিটুমরি, কর্মসূচি উপদেষ্টা মি. রিউচি কাটসুকি, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচারাল ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম আনিসুজ্জামান অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। বৈঠকে মি. ইউহো হায়াকাওয়া বলেন, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বর্হিবিশ্বে গুণগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে গুণগতমান সুরক্ষা এবং ফুড ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় একইসাথে নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতের উন্নয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য বৈচিত্রকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্পমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। শিল্পমন্ত্রী জাইকাকে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন, খাদ্য এবং খাদ্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের অগ্রগতিতে জাইকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কলগুলোর পণ্য বৈচিত্রকরণে জাইকা উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের খাদ্য শিল্পের গুণগত মানোন্নয়নে গৃহিত ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়া হবে। এ প্রকল্প অত্যাধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশি খাদ্য শিল্পের উন্নয়ন এবং এ দেশে বিশ্বমানের খাদ্য শিল্প কারখানা স্থাপনে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

বিসিকের সাচিবিক দায়িত্বে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে ১৩১ কোটি ১৪ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে এ পর্যন্ত ১৩১ কোটি ১৪ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। বিসিকের ঋণ প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিসিকের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারিখাতের ৭০২ জন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে ১৩১ কোটি ১৪ লাখ ৭ হাজার টাকা টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ জন নারী ও ৬৫৪ জন পুরুষ উদ্যোক্তা রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিসিকের সাচিবিক দায়িত্বে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের তালিকা প্রণয়ন, প্রণীত তালিকা বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সার্বিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে শিল্পখাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সমন্বিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ১ জুন, ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক এবং বিসিকের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপককে সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোটর গাড়ি উৎপাদন করা হবে
জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে আয়োজিত বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোটর গাড়ি উৎপাদন করতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। জাপানের মিটশুবিশি কর্পোরেশনের কারিগরি সহায়তায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এ মোটরগাড়ি উৎপাদন করবে। এ লক্ষ্যে খুব শিগগির অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২০ চূড়ান্ত করা হবে। এ নীতির আলোকে অটোমোবাইল শিল্পখাতে জাপানের কারিগরি সহায়তা প্রদানের সুযোগ উন্মুক্ত হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো এর সাথে গত ৩১ আগস্ট আয়োজিত বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতের জাপানি বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশে নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোটর গাড়ি উৎপাদন, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ প্রণয়ন ও শিল্প ডাটাবেজ তৈরিতে জাপানের কারিগরি সহায়তা, মোটরসাইকেল শিল্পের আধুনিকায়ন, বাংলাদেশে অটোমোবাইল ও হালকা প্রকৌশল শিল্প সংশ্লিষ্ট ভেন্ডর ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন, মোটরসাইকেলের সার্টিফিকেশনের জন্য অটোমোবাইল টেস্টিং অ্যান্ড রিসার্স ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কারিগরি সহযোগিতাসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। শিল্পমন্ত্রী জাপানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে জাপানের উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিআইসি'র সার কারখানাগুলোতে জাপান দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণেও জাপানের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন, কৃষিপণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ভেন্ডার উন্নয়নে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে জাপানের রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, করোনা মহামারি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহিত দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জাপানের মিটশুবিসি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোটরগাড়ি উৎপাদনে জাপান কারিগরি সহযোগিতা দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশে মোটর সাইকেল শিল্পের বিকাশে মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন ফি যৌক্তিক পরিমাণে নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের আধুনিকায়ন এবং চিনি শিল্পে পণ্য বৈচিত্রকরণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে স্থাপিত জাপান ইকোনোমিক জোন গুণগতমানের দিক থেকে এশিয়ায় সর্বশীর্ষে রয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বাড়াতে দ্বিপাক্ষিক সংলাপ জোরদার করতে হবে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের জন্য উদীয়মান খাতগুলো চিহ্নিত করতে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তিনি জাপানের বিনিয়োগ বাড়াতে কর প্রণোদনা, পর্যাপ্ত ভূমি বরাদ্দসহ অন্যান্য সুযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন। অটোমোবাইল শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পখাতের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মোটরসাইকেলের সার্টিফিকেশনের জন্য অটোমোবাইল টেস্টিং অ্যান্ড রিসার্স ইন্সটিটিউট স্থাপনে জাপান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে এ সময় তিনি উল্লেখ করেন।

দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত করোনার নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে শিল্প উৎপাদন চালু ও নিররচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখছে
জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত ধীরে ধীরে করোনার নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত। বিশ্বব্যাপী লক ডাউনের প্রথম পর্যায়ে এখাতে রপ্তানি বাধাগ্রস্থ হলেও চলতি বছরে জুলাই থেকে এটি আবার সচল হতে শুরু করেছে। ০১-২২ আগস্ট, ২০২০ সময়ে বাংলাদেশ ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫.৮ শতাংশ বেশি। শিল্পমন্ত্রী গত ০৫ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত বৈশ্বিক উৎপাদন এবং শিল্পায়ন সম্মেলনের (Global Manufacturing and Industrialization Summit/GMIS 2020)

অংশ হিসেবে 'নীতিনির্ধারকদের চ্যালেঞ্জ: মন্দার মধ্য দিয়ে যাত্রা (The policymakers' challange: Navigation Though a Recession)' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশনের সম্মানিত আলোচক হিসেবে অংশ নিয়ে এ কথা জানান। কোভিড-১৯ উত্তরণে উৎপাদনশীল শিল্পখাতে ভ্যালু চেইনের উন্নয়নে বিশ্ব সম্প্রদায়ের করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও শিল্প মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সিএনএন ইন্টারন্যাশনালের বিজনেস এমার্জিং মার্কেটস্ এডিটর মি: জন কে. ডেফটারিয়স এর সঞ্চালনায় এ অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সৌদি আরবের শিল্প ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী বান্দার বিন ইব্রাহীম আল-খোরায়েফ। এতে রাশিয়ার সলকোবো ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মিঃ আরকাদি দোভোরোভিচ, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র সম্পদ ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী জেনারেল (অব.) লুহুত বিনসার পাণ্ডজায়ান এবং রুয়ান্ডার বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মিসেস সোরায়া হাকুজিয়েরেমি আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারীর ফলে বৈশ্বিক সাপাই চেইন ও উৎপাদনশীল শিল্পখাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এমএসএমইখাতের সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় শুরু থেকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিল্প উৎপাদন চালু ও নিররচ্ছিন্ন সাপাই চেইন অব্যাহত রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশীয় উৎপাদনমুখী শিল্পখাত ক্রমেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আগামী ছয় মাসের পর থেকে বাংলাদেশ করোনার ক্ষতি পুষিয়ে ওঠতে সক্ষম হবে বলে ইউনিডো পরিচালিত সাম্প্রতিক সমীক্ষার সাথে তিনি একমত পোষণ করেন। উৎপাদনমুখী শিল্পখাতে চতুর্থ শিল্প বিপবের সুফল উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এ শিল্প বিপবের ফলে উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানায় ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহারের বিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে এখাতে কয়েকটি পাইলট উদ্যোগ ইতোমেধ্যে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত শ্রমঘন হওয়ায় বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত করোনা পরবর্তীতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি উন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে উৎপাদনমুখী শিল্পখাতের বিকাশে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) সহায়তা জোরদার, হাইটেক সার্ভিস সহজলভ্যকরণ এবং অদক্ষ ও আধাদক্ষ জনগোষ্ঠির জন্য উচ্চমানের দক্ষতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের ওপর গুরুত্ব দেন। প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ বাংলাদেশের কর্মবাজারে প্রবেশ করছে উল্লেখ করে তিনি এ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করছে বলে তুলে ধরেন।

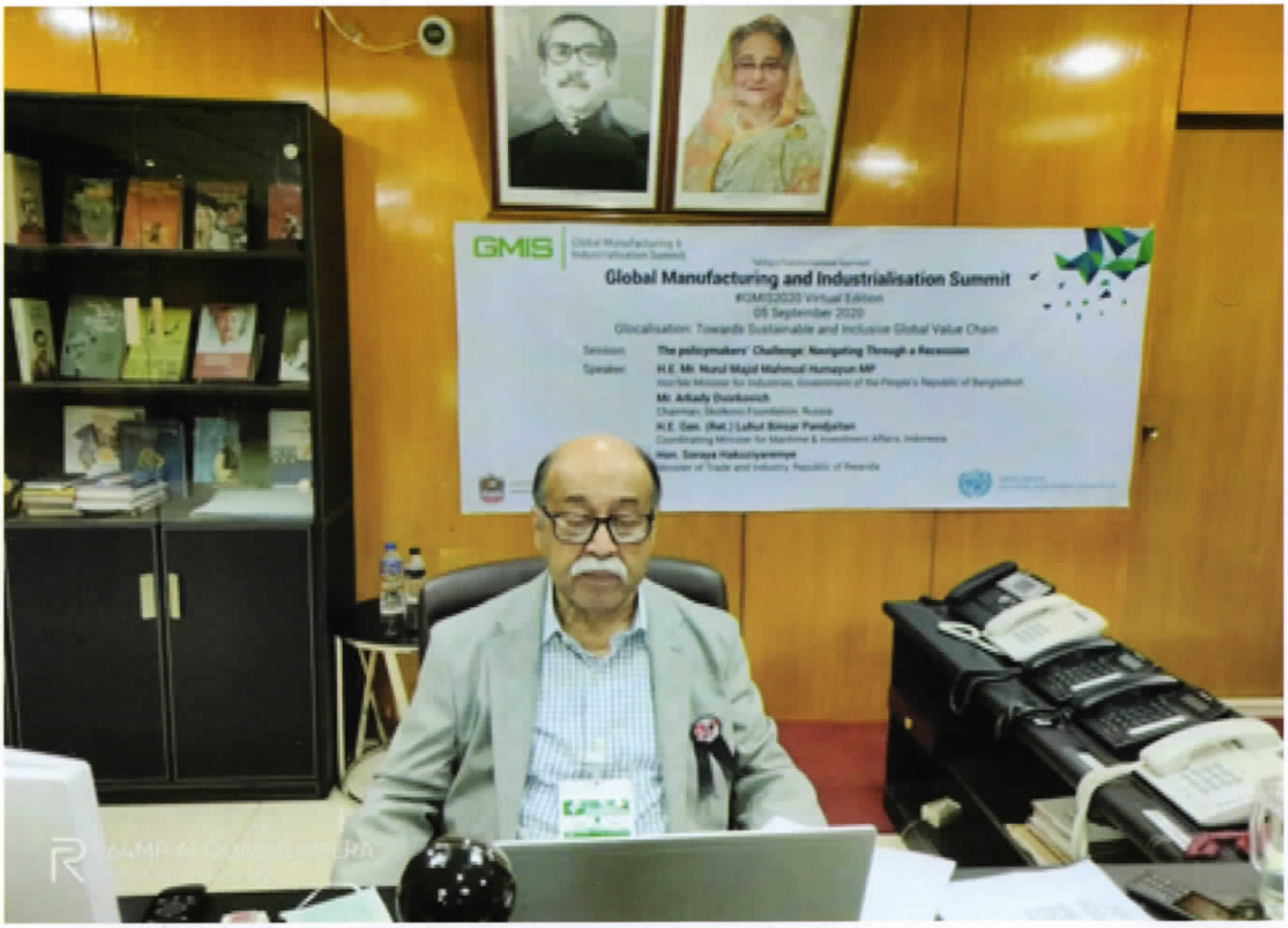

সরকার শিল্প-কারখানায় জিরো এক্সিডেন্ট ও জিরো পল্যুশন নীতি গ্রহণ করেছে

"বয়লার ব্যবহার ও পরিদর্শন সহায়িকা"এর মোড়ক উন্মোচনকালে শিল্পমন্ত্রী

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বর্তমান সরকার শিল্প-কারখানায় জিরো এক্সিডেন্ট ও জিরো পল্যুশন নীতি গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে সরকার বয়লারের নিরাপদ ব্যবহার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্প দুর্ঘটনারোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ০৭ সেপ্টেম্বর প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত "বয়লার ব্যবহার ও পরিদর্শন সহায়িকা"এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান এবং প্রধান বয়লার পরিদর্শক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গ্রন্থটির গুরুত্ব তুলে ধরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, পুস্তিকাটিতে বয়লার পরিচালনা ও পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি বয়লার সংরক্ষণে কার্যকর গাইডলাইন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আগামী দিনে বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অবদান রাখবে। এ গ্রন্থে সংযুক্ত বিভিন্ন চেকলিস্ট বয়লার পরিদর্শক/প্রকৌশলীদের পরিদর্শনকালে বয়লার ব্যবহারের বৈধতা ও গুণগতমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। এর ফলে শিল্পখাতের জন্য নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের ৭, ৮, ৯ এবং ১২ নম্বর লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পাঁচ জেলায় হবে ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক

জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্পের অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, বগুড়া ও নরসিংদী জেলায় ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক (Dedicated Light Engineering Industy Park) স্থাপন করা হবে। শিল্প পার্কগুলোতে স্থাপিত শিল্প কারখানার জন্য দক্ষ জনবলের যোগান নিশ্চিত করতে একই সাথে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটও স্থাপন করা হবে। বিশ্বমানের প্রশিক্ষক ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোতে দেশীয় জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গত ০৮ সেপ্টেম্বর এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় শিল্পসচিব কে এম আলী আজম সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: হেলাল উদ্দিন এনডিসি হালকা প্রকৌশল শিল্পখাত বিকাশে প্রণিত সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পখাতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করতে ডেডিকেটেড শিল্পপার্ক স্থাপন, এখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য অল্প খরচে ফান্ড সরবরাহ ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরি, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, সাবকন্ট্রাকটিং শিল্পের বিকাশ ও আইন প্রণয়ন এবং হালকা প্রকৌশল শিল্প নীতি প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পনীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে এটি চূড়ান্ত করা হবে। পাশাপাশি এখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন নিশ্চিত করতে সাবকন্ট্রাকটিং আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে বিসিককে দ্রুত আইনের খসড়া প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। আইন প্রণয়নের আগ পর্যন্ত সাবকন্ট্রাকটিং বিধিমালার আওতায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ বাড়াতে জাতীয় শিল্পনীতিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি বছর হালকা প্রকৌশল শিল্পকে 'প্রোডাক্ট অব দ্যা ইয়ার' ঘোষণা করায় এ শিল্পের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে এ শিল্পের বিকাশ ঘটছে। পরিকল্পিতভাবে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ডেডিকেটেড শিল্পপার্ক স্থাপনের বিকল্প নেই। উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে নির্ধারিত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্কসহ বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীতে পূর্ণাঙ্গ ওয়ানস্টপ সেবা চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঁচ জেলায় ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি নরসিংদীতে বাস্তবায়নাধীন অটোমোবাইল শিল্পনগরীর ৪০০ একর জমির মধ্যে ২০০ একর হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য নির্ধারিত করে দেয়ার নির্দেশনা দেন।

বিসিক আয়োজিত নাগরিক সেবা উদ্ভাবন কর্মশালার উদ্বোধন
শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেই ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর নির্দেশ দিলেন শিল্পমন্ত্রী

শুধু মুখে মুখে বা কাগজে কলমে নয়; বাস্তবেই বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, দেশের ৭৬টি বিসিক শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তারা যাতে সহজে ও অল্প খরচে দ্রুত শিল্প সংশ্লিষ্ট কার্যকর সেবা পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পখাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে এক ছাদের নিচে শিল্প স্থাপনের সব ধরণের সেবা দিতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ওয়ানস্টপ সার্ভিস আইন ২০১৮ এর 'ক' তফসিলে বিসিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ১০ সেপ্টেম্বর বিসিকের ৭৬টি বিসিক শিল্পনগরীতে ওয়ানস্টপ সেবা চালুর লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নধর্মী দুই দিনব্যাপী 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবন' শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনকালে এ নির্দেশনা দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিসিকের ইতিহাস জড়িত। বঙ্গবন্ধু ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ৩০ মে ১৯৫৭ পর্যন্ত তদানিন্তন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, যা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) নামে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদারে অবদান রাখছে। বিসিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে গ্রাম-গঞ্জে হাজার হাজার শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এজন্যই দেশের শিল্পখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। করোনা মহামারীকালীন বিসিকের কার্যক্রমের প্রশংসা করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য-বিধি অনুসরণ করে বিসিক শিল্পনগরীর কারখানা-গুলো চালু রাখা হয়েছে। এসব শিল্প ইউনিটে ভোগ্য পণ্য উৎপাদন, মাঠে লবণ চাষ, লবণ মিলগুলোতে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন এবং সাভার চামড়া শিল্পনগরীর ট্যানারিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত অব্যাহত রয়েছে। করোনা প্রতিরোধকমূলক পণ্য যেমন-পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিক্যাল অক্সিজেন, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, জীবানুনাশক ফ্লোরক্লিনারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সাপাই চেইন অব্যাহত রাখতে বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিল্পমালিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

এসএমই খাতে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান শিল্পমন্ত্রীর

করোনা মহামারীর ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের চিত্র এর ব্যতিক্রম নয়। করোনার প্রভাবে বৈশ্বিক এসএমইখাতে উৎপাদন ও বিপণন সবেচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং এখাতের হাজার হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তিনি করোনা সংকটের ফলে সৃষ্ট অর্থনীতি ও শ্রম বাজারের অভিঘাত মোকাবেলায় শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও পরিবারের সুরক্ষা এবং উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ২৪ সেপ্টেম্বর এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ফ্রাইডরিচ-ইবার্ট-স্টিফটাং (Friedrich-Ebert-Stiftung/FES) এর বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস আয়োজিত 'করোনা মহামারী ও এসএমই : অভিঘাত প্রশমন নীতিমালা এবং ভবিষ্যত বিতর্ক-বাংলাদেশে প্রভাব এবং বিশ্বের প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষা (The Pandemic and SMEs: Shock-absorbing policy measure and future debates-Impacts in Bangladesh and Lessons from Responses around the World)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। এসএমই ফাউন্ডেশনে চেয়ারপার্সন ড. মো: মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনার ফলে এসএমইখাতের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এখাতের শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের উজ্জীবিত করে নিরবচ্ছিন্ন সাপাই চেইন অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে দেশের ধীরে ধীরে এসএমইখাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ওয়েবিনারে অংশ গ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা থেকে এসএমইখাত পুনরুদ্ধারে একটি কার্যকর রোডম্যাপ ও কর্মসূচি প্রণয়ন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, চিত্তাকর্ষক ডিজাইনের পাশাপাশি গুণগতমান ও মূল্যের বিচারে সাশ্রয়ী হওয়ায় বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের এসএমই পণ্য বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা বেশি। বিশেষ করে, বাংলাদেশে এসএমই শিল্পখাতকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এখাত কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং রপ্তানি আয় বাড়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। রূপকল্প ২০২১, ২০২৪ সালের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে এলডিসি গ্রাজুয়েশন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ার মত সরকার নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে এসএমইখাত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধ কিংবা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই ------শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধ কিংবা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই। বরং চিনি কলগুলোর আধুনিকায়ন ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে এগুলোকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। চিনিকলগুলো লাভজনক করতে ইক্ষু গবেষণা জোরদারের মাধ্যমে উন্নত জাতের আখ উৎপাদনের পাশাপাশি চিনিকলে পণ্য বৈচিত্রকরণের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এটি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় শুরু থেকেই কাজ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের কর্মহারা করার প্রশ্নই ওঠে না। এসব কারখানায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মান্ধাতার আমলের মেশিনারি পরিবর্তন করে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চিনিকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনগুলোকে লাভজনক করার প্রয়াস অব্যাহত বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বিসিআইসি'র আওতাধীন গোডাউনসমূহে সংরক্ষিত সার যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ করা হয় সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এর আওতাধীন কর্পোরেশনের শিল্প-কারখানাগুলোতে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ ও অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি দেওয়া যাবেনা। অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ না করা হলে কারখানাগুলো লাভবান হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় শিল্পসচিব সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

বঙ্গবন্ধু বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রতিষ্ঠান এবং শেখ হাসিনা হচ্ছেন সে প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে কৃতি শিক্ষার্থী

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছেন সে প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে কৃতি শিক্ষার্থী। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির দর্শন ও চেতনা ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁর দুরদর্শী নেতৃত্বের ফলে করোনা মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে। উন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্র নায়করা করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা করছেন। শিল্পমন্ত্রী গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মো: মোস্তাফিজুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ ও মো: হেলাল উদ্দিন এনডিসি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম। এতে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যেভাবে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জন টেকসই শিল্পখাতের ওপর নির্ভর করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্পখাতে সৃষ্ট গতিশীলতা অব্যাহত রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয় নতুন কারখানা স্থাপন, পুরাতন কারখানার আধুনিকায়ন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের কাজ করছে বলে তিনি জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মানবতার মা। বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর অনন্য অবদানের কারণে নির্যাতিত মানুষের নেত্রী, বিশ্ব নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কীভাবে এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সারাবিশ্ব অবাক হয়ে আজ সেটি দেখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর পরিশ্রম ও দিকনির্দেশনার ফলেই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গতি এসেছে। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছে যাবে বলে শিল্প প্রতিমন্ত্রী দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে সব সময় উজ্জীবিত করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নেতৃত্বের প্রাজ্ঞতা ও দুরদর্শীতার নজির স্থাপন করেছেন। করোনাকালে তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা দেশের শিল্পখাতকে ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। এ সময় শিল্পোন্নত দেশগুলোতে যেখানে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের শিল্পখাতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ এর মধ্যেও বাংলাদেশের পাট শিল্পখাতে ৫০ শতাংশ, ওষুধ শিল্পখাতে ১৯ শতাংশ, কৃষিখাতে ৩০ শতাংশ এবং তৈরি পোশাক শিল্পখাতে ৪৫.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেজ গড়ে তোলার দাবি

করোনার ক্ষতি মোকাবেলায় শিল্পখাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি সমন্বিত ডাটাবেজ গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলেন, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় ছাড়কৃত ঋণের তথ্য সংযুক্ত করে এ ডাটাবেজকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এর পাশাপাশি তারা কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) জন্য একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং এখাতে প্রণোদনার অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কো-লেটারেল এর বাধ্যবাধকতা রদ করে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারির পরামর্শ দেন। সিটিজেন্স পাটফর্ম ফর এসডিজিস, বাংলাদেশ এবং বিজনেস ইনিসিয়েটিভ লিডিং ডেভলপমেন্ট এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "করোনা পরবর্তী কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা এবং প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকরীতা (Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages)" শীর্ষক ভার্চুয়াল নীতি সংলাপে অংশ নিয়ে বক্তারা গত ৩০ সেপ্টেম্বর এ দাবি জানান। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিল্ডের চেয়ারপারসন আবুল কাশেম খান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, কুটির, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের চাকা সচল রেখে জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুতেই বিশাল প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তিনি বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে কো-লেটারেল এর বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়ে সিএমএসএমইখাতের উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিবেচনায় প্রণোদনার অর্থ মঞ্জুরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহবান জানান। কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য একটি সমন্বিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করার দাবিকে অত্যন্ত যৌক্তিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন এ ধরণের একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে দেশে প্রকৃত শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা নির্ধারণ এবং প্রণোদনার অর্থ ছাড় সহজ হবে।

সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় আরাজিগাইঘাটে নব নির্মিত সারের বাফার গোডাউন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। পরিবেশবান্ধব উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা স্থাপন করে দেশের সার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশ্বমানের সার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। শিল্পমন্ত্রী পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় আরাজিগাইঘাটে নব নির্মিত সারের বাফার গোডাউন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ১ অক্টোবর ২০২০ একথা বলেন। পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক ড.সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রেলপথমন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন, পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, পঞ্চগড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার সাদাত সম্রাট। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। দেশে বর্তমানে বছরে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের চাহিদার নুন্যতম ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। আমদানিকৃত সার দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিএডিসি'র ২৫টি বাফার গুদামের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন, নিরাপদ মজুদ নিশ্চিত করতে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন সার মজুদ রাখা হচ্ছে। সারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এগুলো ছাড়া আরও ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণের উদ্যোগ শিল্প মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। পরে শিল্পমন্ত্রী ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস পরিদর্শন করেন এবং মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় শিল্প মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে চিনিকলগুলোকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো যাতে বছর জুড়ে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, চিনিকল বন্ধ বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারনের আহবান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনলাইন মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০২০ এ কথা বলেন। তিনি বলেন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য পোশাক শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতের প্রতি মনোযোগ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম। ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও উৎপাদনশীলতার সংস্কৃতি চর্চা জোরদার হবে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধির জন্য সামগ্রিক শিল্পখাতকে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার সকলকে শিল্প প্রতিমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি শ্রমিকের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা, অপচয়রোধ ও কাঁচামালের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের অভিযাত্রা জোরদার করার জন্য মালিক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক, মালিক, সরকার সবাই লাভবান হয়। তিনি বলেন, শুধু শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্প ব্যবস্থাপনার চর্চা করা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তৃতায় শিল্প সচিব বলেন, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। উচ্চ উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে থাকা দেশ সিঙ্গাপুরের প্রসংগ উল্লেখ করে শিল্প সচিব বলেন, সিঙ্গাপুর কোন কৌশল ও কার্যপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে সেটি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এবং সেগুলোকে দেশে প্রয়োগ করতে হবে। অনুষ্ঠানে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নাফার শিল্পমন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় ইরানের রাষ্ট্রদূত করোনা মহামারী মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত উদ্যোগের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, চলমান মহামারীর মধ্যেও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অর্জন প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে ইরানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে বাংলাদেশ আন্তরিক। তিনি অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ধরণের প্রস্তাব পেলে বাংলাদেশ তা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে নরওয়ে

বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মিঃ এসপেন রিকটার-ভেন্ডসেন। তিনি বলেন, সমুদ্র সম্পদ আহরণে ঐতিহ্যগতভাবে নরওয়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সাথে বৈঠককালে বাংলাদেশে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত গত ১১ অক্টোবর এ আগ্রহের কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের উন্নয়নে নরওয়ের কারিগরি সহায়তা, এ শিল্পে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ, সামুদ্রিক আবর্জনা ও শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, আধুনিক প্রযুক্তিতে শুঁটকীমাছ সংরক্ষণসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের উন্নয়নে নরওয়ের সাথে দীর্ঘদিনের কারিগরি সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ক্রমেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে। তিনি এ শিল্পের শ্রমিক ও জনবলের দক্ষতা বাড়াতে নরওয়ে থেকে প্রশিক্ষক ও কারিগরি সহায়তা বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র সীমা সুনীল অর্থনীতির বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এর ফলে সমুদ্র সম্পদকেন্দ্রিক ব্যাপক শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার সুযোগ হয়েছে। তিনি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ড্রাই ফিস শিল্পের প্রসারে নরওয়ের প্রযুক্তি সহায়তা কামনা করেন। একই সাথে তিনি পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নরওয়ের সহায়তা অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের উন্নয়নে নরওয়ে বিগত দশ বছর ধরে সহযোগিতা করে আসছে। ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। তিনি এ শিল্পের আধুনিকায়ন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, সামুদ্রিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ড্রাই ফিস শিল্প স্থাপন এবং সমুদ্র ও শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নরওয়ের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

শুধু পণ্যের দৃষ্টিনন্দন মোড়ক নয়, গুণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর

শিল্পায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পণ্যের দৃষ্টিনন্দন মোড়ক নয়, গুণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নের যে অবস্থানে পৌঁছেছে, শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিএসটিআইকেও সে পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। তিনি গ্রাম-গঞ্জে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিল্পমন্ত্রী ১৪ অক্টোবর ২০২০ ৫১তম বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে বিএসটিআই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত "শিল্পখাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী গড়তে 'মান' এর ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্প সচিব কে এম আলী আজম এবং এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম। শিল্পমন্ত্রী বলেন, রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুণগত শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই গুরুদায়িত্ব বিএসটিআই এর ওপর বর্তায়। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে বিএসটিআইকে একটি আধুনিক মান নিয়ন্ত্রণ ও মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত শিল্পায়ন জোরদারের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরও প্রসারিত করা হবে। তিনি নকল ও ভেজালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিএসটিআই'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পণ্য ও সেবার গুণগত মান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিএসটিআইয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পণ্যে ভেজাল রোধে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, করোনার এই ক্রান্তিলগ্নেও কিছু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী নানাভাবে নষ্ট ও ভেজাল পণ্য বিক্রি করে ক্রেতাদের প্রতারিত করছে। এরা যত বড় ব্যবসায়ী হোক না কেন এদের ছাড় দেয়া হবে না বলে প্রতিমন্ত্রী হুঁশিয়ার করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় বাজারে বিক্রি কিংবা বিদেশে রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রের জন্য উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাইয়ে বিএসটিআইকে আরো কঠোর হতে হবে। শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন করলে ক্রেতারা ঠকবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতা হারাতে হবে। শিল্প সচিব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সমন্বয় বজায় রেখে মানসম্পন্ন রুচিসম্মত পণ্য উৎপাদন করার পাশাপাশি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রমকেও মানসম্মত করার আহবান জানান। বিএসটিআই'র বিভাগীয় শহরের ল্যাবরেটরিগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনা হচ্ছে বলে শিল্প সচিব এসময় অবহিত করেন। এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম দেশে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মান বজায় রাখতে বিএসটিআই কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি রপ্তানির বাধাসমূহ অপসারণ ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া আরও সহজতর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসটিআইয়ের প্রতি আহবান জানান।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ১৫তম সভায় সিদ্ধান্ত
২০৩১ সালে উৎপাদনশীলতা হবে ৫.৬ শতাংশ

২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল খাতের উৎপাদনশীলতা বর্তমান ৩.৮ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশ উন্নীত করা হবে। এজন্য সেক্টরভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যম বিভিন্ন খাতের চাহিদা নিরুপন করা হবে এবং চাহিদার আলোকে অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে। ১৮ অক্টোবর ২০২০ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ১৫তম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনলাইন প্লাটফর্ম জুমে অনুষ্ঠিত এই সভায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন সভাপতিত্ব করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি সভায় সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় নবম-দশম শ্রেণীর আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তকে উৎপাদনশীলতার ধারণা ও আধুনিকায়ন অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, এনপিও'র চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি, সেবা ও শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণের লক্ষ্যে লেবার ফোর্স সার্ভে দ্রুত সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলা-কৌশল' বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কৃষি, শিল্পসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি বলেন, কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশের প্রতি ইঞ্চি আবাদি জমিকে কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনতে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। পাশাপাশি শিল্পখাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে। উৎপাদনশীলতা বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি বেসরকারি খাতে পরিচালিত সকল কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। তিনি উন্নতজাতের আখ উৎপাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি, মৎস্য ও প্রানিসম্পদের মান উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার আহবান জানান। শিল্প সচিব কে এম আলী আজম জানান, ২০৩১ সালের উৎপাদনশীলতার লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬ শতাংশ অর্জনে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। সভায় বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান আহমেদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব কে এম আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন, বেপজা'র জিএম তানভীর হোসেন, এফবিআইয়ের সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম, ইউএমসিএইচের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

নতুন ৪৩টি পণ্যকে বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভূক্ত করলো বিএসটিআই

ভোক্তা সাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে লো ফ্যাট মিল্ক, ফ্লেভারড্ মিল্ক, আইস ললি, ন্যাচারাল মেহিদী, ডিসওয়াশিং লিকুইড, লিকুইড টয়লেট ক্লিনার, নেইল পলিস, গোল্ড (স্বর্ণ), পাওয়ার লুমে তৈরি কটন শাড়ি, প্যাসেঞ্জার কার টায়ার ও রিম, হলো ব্লে ব্রিক্স ও বকস্, পাওয়ার ট্রান্সফরমারসহ নতুন ৪৩টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসটিআই। গত ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর ৩৪তম কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে কাউন্সিলের প্রথম সহসভাপতি ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, দ্বিতীয় সহসভাপতি ও শিল্পসচিব কে এম আলী আজম, সদস্য সচিব ও বিএসটিআই এর মহাপরিচালক ড. মো: নজরুল আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন। সভায় গুণগত শিল্পায়নের চলমান ধারা জোরদারে জেলা পর্যায়ে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাবরেটরি সুবিধার প্রসার, প্রাতিষ্ঠানিক জনবল বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সুবিধা জোরদার, কর্তকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন, যাতায়াত ও প্রণোদনার সুযোগ বাড়ানো এবং হালাল খাদ্যের রপ্তানি বাড়াতে বিএসটিআই এর মান নির্ধারণী কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় জেলা পর্যায়ে বিএসটিআই এর অফিস সম্প্রসারণ ও সেবাদান কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৮টি বিভাগীয় অফিসের পাশাপাশি আরও ১৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মোট ৬৪টি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের বাইরে অবস্থিত ৪৩টি জেলায় মোবাইল কোর্ট, ফ্যাক্টরি পরিদর্শন ও সার্ভিল্যান্স পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে নিজস্ব অফিস স্থাপন এবং সীমিত জনবল দিয়ে তা পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বিশ্ববাজারের হালাল পণ্য রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বলেন, এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিএসটিআইকে দ্রুত হালাল পণ্যের মান নির্ধারণ ও মান সনদ প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারীর মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ভেজাল পণ্য বাজারজাত করে ব্যবসায়ী নামধারী কিছু সুবিধাবাদী মানুষ টাকার পাহাড় গড়ার হীন কৌশল অবলম্বন করছে। তারা মেয়াদ উত্তীর্ণ শিশুখাদ্য, ওষুধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করে তাতে নতুন লেবেল লাগিয়ে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করছে। এ ধরণের অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ নজরদারি, জরিমানা আদায় এবং অতিরিক্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন তিনি। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত বিদেশ প্রশিক্ষণ টীমে বিএসটিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করারও পরামর্শ দেন। শিল্পসচিব বলেন, বাংলাদেশে শিল্পায়নে চলমান ধারার সাথে তাল মিলিয়ে বিএসটিআই এর মান নির্ধারণী কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় অভ্যন্তরীণ বাজার হারানোর পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যেও বাংলাদেশি পণ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তিনি বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে মানসম্মত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং দক্ষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন। করোনার মধ্যেও বাংলাদেশ উন্নয়নের এক বিস্ময় উল্লেখ করে শিল্পসচিব বলেন, উন্নয়নের এ গতি অব্যাহত রাখতে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ড জেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এসএমইখাতে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলার তাগিদ

করোনার ফলে প্রচলিত এসএমই শিল্পকে টেকসই ডিজিটাল বিজনেসে রূপান্তরের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সুযোগ কাজে লাগাতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তুলতে হবে। করোনা মহামারী বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করলেও এটি বাংলাদেশের এসএমইখাতের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। করোনার ফলে এদেশে প্রযুক্তিবান্ধব নতুন নতুন এসএমই এবং সাব-কন্ট্রাক্টিং শিল্পের বিকাশ ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। গত ০১ নভেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত "করোনা-পরবর্তী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ভূমিকা: আর্থিক ও শিল্প প্রবৃদ্ধি (Post-Covid: SMEs Role-Financial and Industrial Growth)" শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেজ এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার (World Association for Small and Medium Enterprises-Bangladesh) এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেজ এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান এস এম জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ। এতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ওমানের রাষ্ট্রদূত তায়েব সালিম আলভী (Taeeb Salim Alawi), নেপালের রাষ্ট্রদূত ডক্টর বানশিধার মিশ্র (Dr. Banshidhar Mishra), এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. মাসুদুর রহমান, ব্রাক ব্যাংকের হেড অফ এসএমই সৈয়দ আবদুল মোমেন, মালদ্বীপের এসএমই সংগঠক মোহাম্মদ আলী জানাহ (Mohammed Ali Janah), বাংলাদেশে ইউনিডোর কান্ট্রি প্রতিনিধি জাকি-উজ-জামান, নেদারল্যান্ডের মাইন্ড মাস্টার মন্ডোর (Mind Master Mundo) এর প্রেসিডেন্ট এরিক মেজার (Eric Meijer) আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক উত্তরণে বর্তমান সরকার এসএমইখাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। করোনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই খাতের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদাভাবে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি করোনাকালীন পণ্য বিপণন সুবিধা সম্প্রসারণে এসএমই উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের মধ্যে লিংকেজ শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স সেবা দিচ্ছে। সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন সাপাই চেইন অব্যাহত রয়েছে এবং দেশের এসএমই খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তিনি করোনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমইখাতের উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

বিশ্ব খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্মেলনের ভার্চুয়াল আলোচনায় শিল্পমন্ত্রী
খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ২০১০ সাল থেকে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, বৈশ্বিক পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সঠিক পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের কঠোর পরিশ্রম এবং অপুষ্টি দূরীকরণে অর্জিত সাফল্য ইতোমধ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর বিশ্ব খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্মেলনের (Global Summit on Food Fortificaion) অংশ হিসেবে আয়োজিত 'সংকটকালে টিকে থাকতে সক্ষম খাদ্য ব্যবস্থা- খাদ্য সমৃদ্ধকরণের ভূমিকা (A Resilient Food System for a time of Crisis-the Role of Fortification) শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল সভায় বক্তৃতাকালে একথা বলেন। গোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রেশন (GAIN) এবং মাইক্রো নিউট্রেন্ট ফোরাম যৌথভাবে এ অধিবেশনের আয়োজন করে। ইউএসএআইডি'র (USAID) প্রধান পুষ্টি বিশেষজ্ঞ সন বেকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনামন্ত্রী ড. সুহারসো মনোয়ারফা, নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. ওসাগেই ইহানাইয়ার, মোজাম্বিকের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী কার্লোস মেসকুইটা, গাম্বিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহামেদু লামিন সামাতে, আফ্রিকান ইউনিয়নের গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনার জোসেফা লিওনের করিয়া সেকো এবং ভারতের বিহার রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ড. প্রেম কুমার ভার্চুয়াল পাটফর্মে বক্তব্য রাখেন। করোনা মহামারীর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র মানুষের জীবিকায় করোনার ভয়াবহ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিম্নআয়ের মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সুলভ মূল্যে খাদ্য বিতরণসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করেছে। এর পাশাপাশি অদৃশ্য ক্ষুধা (Hidden hunger) মোকাবেলায় বিপুল পরিমাণে খাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশ ধারাবাহিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক করে আইন পাস, আয়োডিন ঘাটতি পূরণে মন্ত্রিপরিষদ আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন ২০২০ অনুমোদন এবং জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ তে খাদ্য সমৃদ্ধকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এসব উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোট প্যাকেটজাত ভোজ্য তেলের ৯৫ শতাংশ এবং ড্রামজাত

ভোজ্য তেলের ৪১ শতাংশ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার গম ও ভুট্টার আটায় ভিটামিন- 'এ' সমৃদ্ধ করার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জনাব হুমায়ূন আরও বলেন, পুষ্টি ঘাটতি দূরীকরণে সরকার বায়ো-ফর্টিফাইড ক্রপস বা জৈবসমৃদ্ধ ফসলের উৎপাদন বাড়াতে আগ্রহী। জিংকসমৃদ্ধ চাল মানবদেহে জিংক ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকার এ চালের উৎপাদন ও ভোগ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়, গোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রেশন (GAIN), অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বেসরকারিখাত একযোগে কাজ করছে বলে তিনি জানান।

এমএস বিলেট রপ্তানি বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যকর অবদান রাখার পরামর্শ

রপ্তানিমুখী এমএস বিলেট (MS Billet) উৎপাদন এবং তা বিশ্ববাজারে রপ্তানি বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রাখার জন্য ইস্পাত শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন শিল্প শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় দেশীয় ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি থাকলেও এটি পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। তিনি জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বছর ব্যাপী এমএস বিলেট উৎপাদন এবং রপ্তানির নতুন বাজার খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৮ নভেম্বর জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এর উদ্যোগে চীনে ২৫ হাজার মেট্রিক টন এমএস বিলেট রপ্তানির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এ আহবান জানান। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ এখন এক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির নাম। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় শিল্পখাত অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের ধারাবাহিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে শিল্পখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান বলে তিনি উল্লেখ করেন। করোনাকালীন বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিময়তার উদাহরণ টেনে শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড মহামারীর মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। বেসরকারিখাতের শিল্প উদ্যোক্তারাই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেপথ্যের নায়ক। তাদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা, নিরন্তর পরিশ্রম, সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাত সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার আগে বাঙালিদের কোনো ইস্পাত কারখানা না থাকলেও বর্তমানে দেশে প্রায় ৪০০টি ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠেছে। এসব কারখানা বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ ৭.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। জনাব হুমায়ূন বলেন, ইস্পাত শিল্পখাত বিকাশের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

বিসিক ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মুজিববর্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংক গৃহিত 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের মাঝে ঋণ প্রদান করবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। এ লক্ষ্যে বিসিক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের মধ্যে গত ১৯ নভেম্বর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংকের বোর্ড রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব কানিজ ফাতেমা এনডিসি প্রধান অতিথি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাকিয়া সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী কর্মোদ্যোগ (Startup) হিসেবে বিসিক হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের (১৮-৩৫ বছর বয়সী) ৯ শতাংশ সরল সুদে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হবে। উল্লেখ্য, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংক 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' শীর্ষক এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবদের সহজশর্তে ও স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হবে।

বাফার গোডাউনসমূহের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা শিল্প প্রতিমন্ত্রীর

সারের মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণাধীন বাফার গোডাউন-সমূহের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। তিনি গুদামজাত সার যাতে কোন প্রকার অপচয় ও নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। ২১ নভেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক আয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২০ উদ্বোধনকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এসকল নির্দেশনা প্রদান করেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন বিসিআইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে বিসিআইসি'র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় সেজন্য শিল্প মন্ত্রনালয় কাজ করছে। তিনি বলেন, শিল্প কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন ও মেরামতের পাশাপাশি পুরনো জরাজীর্ণ কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উচ্চ উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এজন্য বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী তার বক্তৃতায় করোনার এসময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় বিসিআইসি কর্তৃপক্ষসহ কারখানাসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি এসময় কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কারখানা নিয়মিত মেরামত করা এবং উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সবসময় তৎপর থাকতে বলেন। প্রতিমন্ত্রী কারখানার উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের বেশি কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দরা নিয়মিত কাজ করলে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরাও কাজ করতে উৎসাহিত হবেন।

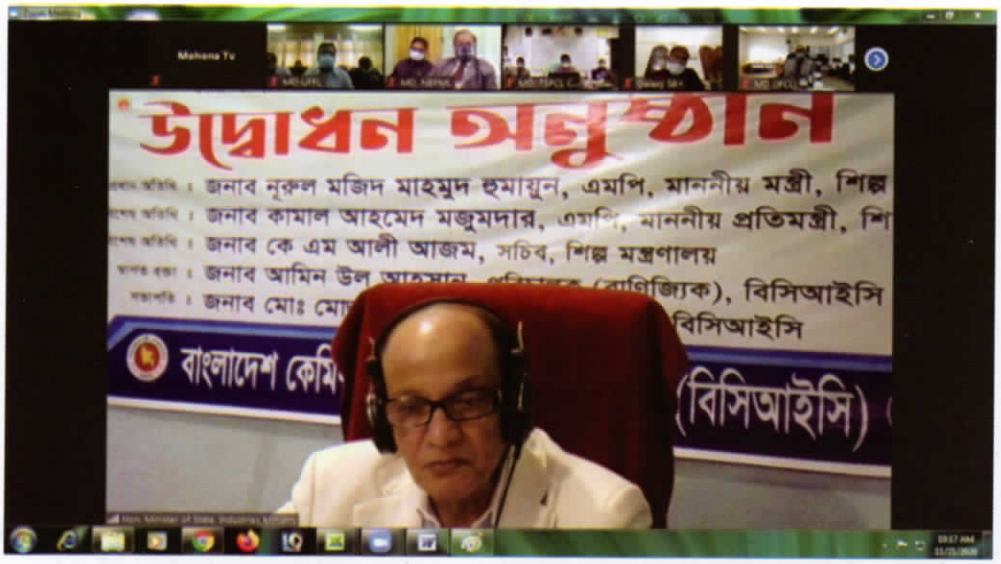

উত্তরবঙ্গে সার কারখানা নির্মাণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিতে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

সারের আমদানি নির্ভরতা কমাতে উত্তরবঙ্গে সার কারখানা নির্মাণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিতে বিসিআইসির প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, লাখ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার বিদেশ থেকে আমদানির পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সারের যোগান বাড়াতে নতুন সার কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। কোভিডকালীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সার ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য কারখানা চালু থাকায় কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২০ এর সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী গত ২২ নভেম্বর এ নির্দেশনা দেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারীর মধ্যেও মানুষের জীবন জীবিকার সুরক্ষার বিশাল দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তায়। এ দায়িত্ববোধ থেকে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্প মন্ত্রণালয় কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। সার কারখানা পর্যায়ে উৎপাদন যাতে কোনো অবস্থায় ব্যাহত না হয়, সে লক্ষ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সার কারখানার উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। একই সাথে কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কারিগরি জনবলের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন জনবল নিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, যারা সার ও কীটনাশক মজুদ করে কৃত্রিম সংকটের চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কোনো সার কারখানা না থাকায় তিনি সেখানে একটি সার কারখানা স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার তাগিদ দেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিদেশি প্রকৌশলী ও জনবলের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিসিআইসির আওতাধীন কারখানাগুলোর জমির খাজনা পরিশোধ করে দ্রুত নামজারি করতে হবে। এটি না করা হলে, সরকারি জমি বেদখল হয়ে যেতে পারে। তিনি কাটা তারের বেড়া দিয়ে কারখানার জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, যে সকল বাফার গোডাউনের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে গোডাউন নির্মাণের পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। বাফার গোডাউনে সংরক্ষিত সারের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে লোকবল নিয়োগ করতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক সার কারখানাগুলো নিয়মিত মেরামতের নির্দেশনা দেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

বাংলাদেশে করোনাপরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছেঃ শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশে করোনাপরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবছর ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে বিভিন্ন দাতাসংস্থা পূর্বাভাস করছে। শিল্পমন্ত্রী ২৯ নভেম্বর ২০২০ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত Constraints and Prospects of Industrial Policy শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শামস মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, বৃহত্তর শিল্পের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজকে শক্তিশালী করা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ ও শহরে বসবাসকারীদের মাঝে বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে আগামী শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে। অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহে নীতিসহায়তা, চতুর্থ শিল্প বিপব আয়ত্বকরণের প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন ও করোনা বা দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই দিকনির্দেশনা দেবার বিষয়টি নতুন জাতীয় শিল্পনীতিতে গুরুত্ব পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন শিল্পনীতি ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচকসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে নতুন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আরও অধিক পরিমানে আকৃষ্ট হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি ও করোনাপরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করতে অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তিনি এসময় এসকল খাতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রণোদনার অর্থ দ্রুত বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতি আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যবস্থাপক ও জনবল গড়ে তোলার তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ৩০ নভেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) আয়োজিত 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দর্শন' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)'র বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন। বিআইএম'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতার সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যবস্থাপক ও জনবল গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, দেশীয় শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে যোগ্য স্থানে যোগ্য লোককে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেশ কিছু শিল্প কারখানার মালিক হলেও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবে এগুলো লাভজনক করা যায়নি। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু শিল্প কারখানার উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস গঠন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নিজে তাঁর জীবনী লিখে গেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর গবেষণা করে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য শিল্প ব্যবস্থাপক ও ভিশনারি নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা শ্রমিক জনতার স্বার্থে পরিত্যক্ত শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার অভাবে কারখানাগুলো অলাভজনকে পরিণত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করতে কারখানার শীর্ষ পদে দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিতে হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন একাধারে সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, আদর্শ নেতা ও সফল ব্যবস্থাপক। স্বাধীনতার আগে ও পরে তাঁর পরিকল্পনা ও সেগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতি ছিল অসাধারণ। ছয় দফায় শিল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন বলেন, একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের সকল গুণাবলী বঙ্গবন্ধুর মাঝে ছিল। স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে গিয়ে সুদক্ষ নেতৃত্বের যে স্বাক্ষর রেখেছেন সেটি নজিরবিহীন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন এবং তা সহজেই তাঁর কর্মী ও জনগণের মাঝে ইতিবাচক অনুপ্রেরণার সঞ্চারণ করতে পেরেছেন। এর আগে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ এমপি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্বোধন করেন। বিআইএম'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতারসহ শিল্প মন্ত্রনালয় ও বিআইএম'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি চিনিকলে আখ মাড়াই করার সিদ্ধান্ত

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে চলতি আখ মাড়াই মৌসুমে ৯টি চিনিকলে আখ মাড়াই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট চিনিকলগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এবিষয়ে সরকারের নির্দেশনার আলোকে অবশিষ্ট ৬টি চিনিকলে আখ মাড়াই না করে সেসব মিলের ক্যাচমেন্ট এলাকায় উৎপাদিত ও কৃষকের সরবরাহকৃত আখ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। যেসকল মিলে চলতি মৌসুমে আখ মাড়াই করা হবে সেগুলো হলঃ কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড, মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড, ফরিদপুর চিনিকল, রাজশাহী চিনিকল, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেড, নাটোর সুগার মিলস লিমিটেড, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেড, জয়পুরহাট চিনিকল ও জিলবাংলা সুগার মিলস লিমিটেড। গত ০৬ ডিসেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনার জন্য এক আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সভাপতিত্বে সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংসদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া চিনিকল, পাবনা চিনিকল, পঞ্চগড় চিনিকল, শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড, রংপুর চিনিকল ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ক্যাচমেন্ট এলাকায় উৎপাদিত ও কৃষকের সরবরাহকৃত আখ ক্রয় করা হবে এবং এসকল চিনিকলের কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে ছাঁটাই করা হবেনা, বরং সমন্বয় করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরও জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট চিনিকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সকল চিনিকলের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বহুমুখী খাদ্যপণ্য উৎপাদন করে এ ফ্যাক্টরিসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

সরকারি ক্রয়ে এসএমইদের জন্য কোটা নির্ধারণের চেষ্টা চলছে: শিল্পমন্ত্রী

এসএমইদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনে কোটা ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, এর ফলে এসএমই উদ্যোক্তারা লাভবান হবেন এবং অর্থনীতিতে এখাত গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ১০ ডিসেম্বর ২০২০ এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত দেশীয় পণ্য ব্যবহারে ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনলাইন সোস্যাল ক্যাম্পেইন কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী একথা বলেন। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যাংক ঋণের শর্তসমূহ শিথিল করে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনার ঋণ বিতরণ গতিশীল করতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের মার্কেটিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হচ্ছে। ছোট উদ্যোক্তারাই অর্থনীতির সফলতা নিয়ে আসবেন এমন আশা প্রকাশ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে ও বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে করোনা পরিস্থিতির মাঝেও শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন সাপাই চেইন অব্যাহত রয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ব করার পাশাপাশি দেশী ও আন্তর্জাতিক ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের গুণগত মান উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন শিল্পমন্ত্রী। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, করোনা পরিস্থিতি দেশীয় পণ্য আরও বেশি হারে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশি বেশি দেশীয় পণ্য ব্যবহার করে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। ঐতিহ্যবাহী মসলিন শাড়ির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, উঁচুমানের রুচিসম্পন্ন পণ্য তৈরীর মানসিকতা ও শৈল্পিক সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। এ সক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বিশ্ব মানের পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। বাণিজ্যমন্ত্রী বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, দেশী ফ্যাশন ডিজাইনাররা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করেন। সরকারি কেনাকাটায় এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য কোটা নির্ধারণ করা হলে দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সেটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধু'র সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন কিন্তু জাতির পিতা কেউ হতে পারেনি

------শিল্পমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু'র সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন কিন্তু জাতির পিতা কেউ হতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Political Institution)। এমন কোনো জায়গায় নেই যেখানে বঙ্গবন্ধু'র ছোঁয়া নেই। শিল্প সাহিত্যসহ আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ এর আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ১০০ জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মহান বিজয় দিবস-বিজয় পদক ও প্রজন্ম ৭১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর পরিবাগ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে গত ১৫ ডিসেম্বর বিকেলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'এ বিজয় মুজিবময়' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা সব সময় গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেছেন, যে কারণে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে, জাতির পিতা তা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে ম্লান করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই, তিনি চিরকালই থাকবেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নয়নের সকল রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করে গিয়েছিলেন। জাতির পিতার এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন।

নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য বিসিআইসি ও নেপালের কেএসসিএল'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন

ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ও নেপালের Krishi Samagri Company Limited (KSCL) এর মাঝে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গত ১৭ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ আমিন উল আহসান এবং Krishi Samagri Company Limited (KSCL) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Netra Bahadur Bhandari নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম ও বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডাঃ বংশীধর মিশ্রসহ শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও নেপাল সরকারের কৃষি ও প্রানিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং কেএসসিএল এর প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, নেপালের জনগণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিজস্ব চাহিদা পূরণে সার আমদানি করলেও বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ নেপালের জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশ সার রপ্তানির চুক্তি করে বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশ নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে শিল্প সচিব বলেন, সার সহযোগিতার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তাতে উভয় দেশ উপকৃত হবে। এ সহযোগিতা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ড. বংশীধর মিশ্র তাঁর বক্তৃতায় সার সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নেপাল ও বাংলাদেশকে পরস্পরের সত্যিকারের বন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেপাল বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছিল, আবার নেপালের যে কোন দুর্যোগে বাংলাদেশ সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'দেশের এ সম্পর্ককে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর সময় এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, নেপালকে সার সহায়তা প্রদানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আজ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন সার কাফকো, বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে নেপাল সরকারকে রপ্তানি করা হবে। ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৫০ মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ বাংলাদেশি প্রায় ১০৯ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮১২ টাকায় নেপাল এই সার ক্রয় করছে। সার সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নেপাল-বাংলাদেশের সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। নেপালের সাথে আলোচনাধীন Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরিত হলে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বেগবান হবে।

ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পসহ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর আহ্বান

------শিল্পমন্ত্রী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ সর্বক্ষেত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে করোনা মহামারির মাধ্যেও শিল্প ও সেবাখাতে প্রণোদনা প্রদানসহ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফলে আমরা অচল অর্থনীতি সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ প্রকল্পের আওতায় গত ২৪ ডিসেম্বর নরসিংদীর শিশু একাডেমীতে আয়োজিত "উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিকরতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গুরুত্ব গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, এক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড-১৯ এর মাঝেও দেশের শিল্প সেবাখাতে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে, যা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান ঠিক রাখা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহায়তায় এনপিও বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্যান ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করেছে এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ফসল ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে এই মাস্টার প্ল্যান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নরসিংদীর জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাসিব প্রেসিডেন্ট মির্জা নূরুল গণী শোভন সিআইপি ও নরসিংদী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল মতিন ভূঞা। এতে স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্মসচিব) নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার।

বঙ্গবন্ধু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনমুখী রাজনীতি করতেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিসিঅআইসি আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনমুখী রাজনীতি করেতেন। সকল পরিস্থিতিতেই আলোচনার পথ খোলা রাখতেন। জনগণই ছিল তাঁর মূল হাতিয়ার। শিল্পমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্রের তার প্রয়োগ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে উদ্যোগী হোন। বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপরও জাতির পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন। অনেক অভিজ্ঞ নেতার বিরোধীতা স্বত্তেও তিনি ৬ দফা ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পথে জাতিকে পরিচালিত করেন। তিনি বলেন, ৭ই মার্চের ভাষনে যুদ্ধ পরিচালনার সকল রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ আরও আগে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতো বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মুখ্য আলোচক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, এ জাতির নিকট বঙ্গবন্ধু একটি গভীর আবেগের নাম, ভালোবাসার নাম। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অনলাইনে সংযুক্ত হন।

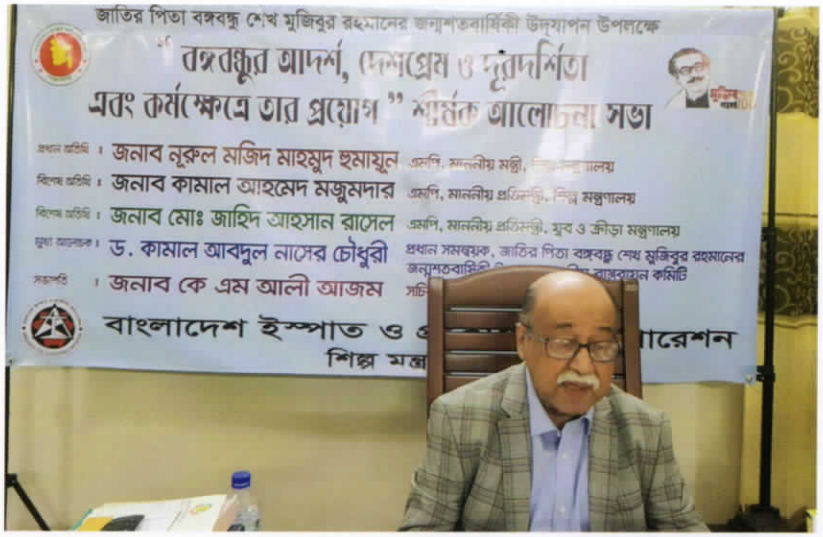

২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে আখ থেকে সরাসরি কাস্টার সুগার তৈরীর ইনোভেটিভ উদ্যোগ গ্রহণ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান জামালপুরের যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদ বেষ্টিত জিল বাংলা সুগার মিলস্ লি: চলতি ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি কাস্টার সুগার তৈরীর ইনোভেটিভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের নিকট চিনি অপেক্ষা গুড়ের চাহিদা বেশী। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় গুড় ব্যবসায়ীরা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত গুড় উৎপাদন না করে বিষাক্ত হাইড্রোজ, চিটাগুড়, গম বা ভুট্টার আটা, ভেজাল চিনি ইত্যাদি মিশিয়ে আপামর জনসাধারণকে ক্ষতিকর এবং ভেজাল গুড় খাইয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে অত্র মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষিবিদ মো: আশরাফ আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে গুড়ের বিকল্প হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী আখ থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ, প্রাকৃতিক হালাল এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দেশীয় পদ্ধতিতে কাস্টার সুগার উৎপাদনে অত্যন্ত যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

আমাদের কথা

বঙ্গবন্ধুর শিল্পদর্শন ছিল খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। বঙ্গবন্ধুর শিল্পায়ন ও উন্নয়নের দর্শনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তার সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির নিকট রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান সরকারের বিগত এক দশকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একসময়কার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দেশের অর্থনীতি দ্রুত যাত্রা শুরু করেছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে যা মধ্যম আয়ের অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম শর্ত। বর্তমান সরকারের শিল্প ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতি এবং কর্মসূচির ফলে দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে শিল্প খাতের অবদান। জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাদান প্রক্রিয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় শুরু থেকে এগিয়ে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের মতোই রুটিন মাফিক সব ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সভা, মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (আইএপি) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর (এডিপি) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ মোকাবেলা ও বিস্তার রোধকল্পে শিল্প মন্ত্রনালয়ের সকল অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নথি পত্রের সকল কার্যক্রম (অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র ব্যতীত) ও পত্র যোগাযোগ শতভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন এবং করছেন। ফলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা দ্রুত সেবা পাচ্ছেন।

ষান্মানিক শিল্পবার্তায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতি ও কর্মকাণ্ডসমূহ প্রতিফলিত হয়। এর মাধ্যমে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ, সম্পাদিত কার্যক্রম ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এটি প্রকাশে মুদ্রণ জনিত যে কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠক মহলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

সম্পাদনা পরিষদ

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
উপসচিব

নকশাঃ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ, বিসিক

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd